আজকের কাগজ

তারিখ 2.2.APR 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

10

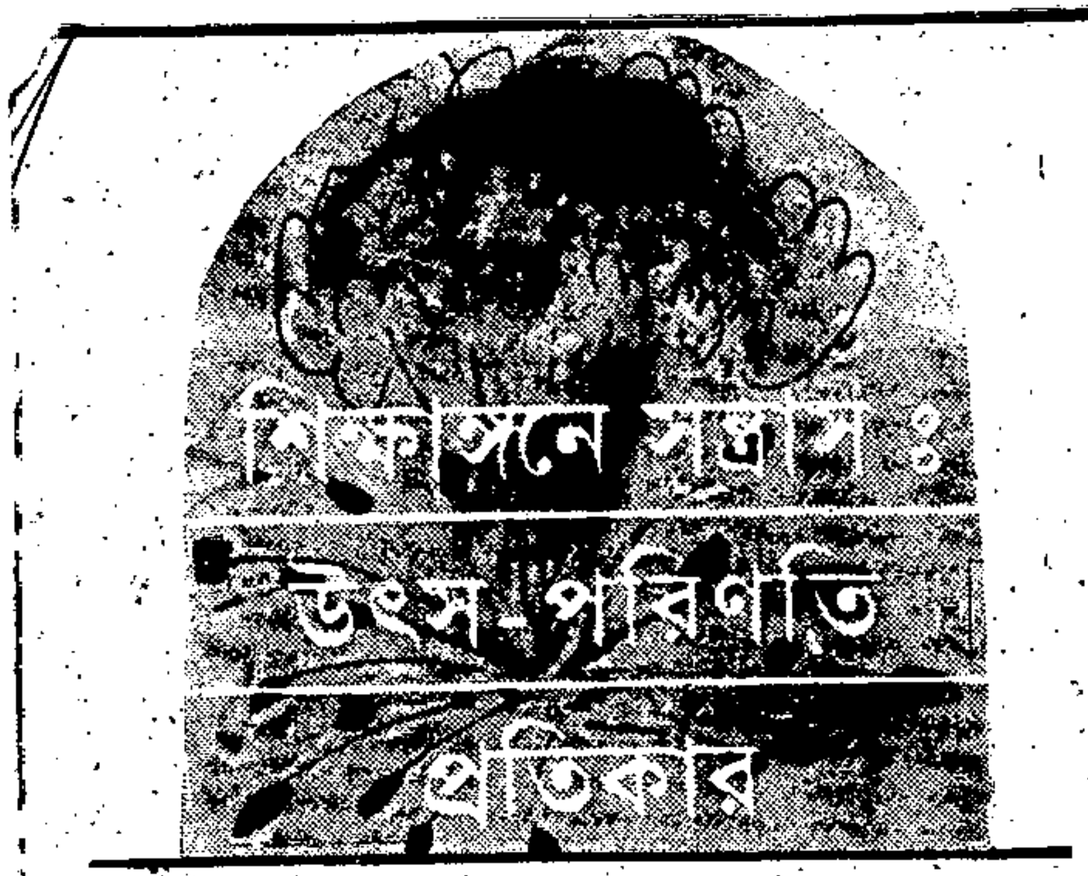

সৈয়দ কামরুল আহ্সান

পূর্ব প্রকাশের পর

এরশাদীয় শাসন আমলে এই গোয়েন্দা বাহিনীর হাতে প্রকাশ্য দিবালোকে ২৬ শে মার্চ সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে আওয়ামী লীগ নেতা তোফায়েল আহমেদ ও মোহাম্মদ নাসিমসহ অনেকে নির্যাতিত হয়েছিলেন।

১৯৮৫ সালে সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার হাতে শারিরীক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন জাসদ নেতা হাসানুল ইনুর ছোট ভাই আমার বন্ধু ও ছাত্র লীগের এক সময়কার ঢাকা কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক ও পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক মঞ্জুরুল হক টিংকু। গোয়েন্দা বিভাগের টরচারের কাহিনী তার মুখ থেকে শুনে আমি আতঙ্কিত হয়েছিলাম।

আমরা প্রত্যক্ষ করছি নানাভাবে প্রতিটি সরকার; রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব প্রাপ্তির পর একে অপরের শুধুমাত্র ব্যর্থতার সমালোচনা করে যাচ্ছি। একের ব্যর্থতা অন্যের কাঁধে চাপিয়ে যেন বা তৃপ্ত হতে চাচ্ছি। আমার ক্ষুদ্র চিন্তার বিশ্লেষণে এটাই প্রতীয়মান হতে দেখছি, বারংবার রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টির আড়ালে রাজনীতির শিরোনামে আমরা প্রত্যেকেই একই ভুলের পুনরাবৃত্তি ঘটাচ্ছি যার দায়দায়িত্ব ও ফলাফল প্রত্যেকের উপরই এসে পড়েছে, অনিবার্যভাবে কিন্তু সচেতন বিবেকবোধ আমাদের ভেতর তেমন কাজ করছে না?

দেশের সমস্যা সামগ্রিকভাবে বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে আজ এই পর্যায়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া দরকার যাতে আমরা কেউই কারো জন্যে নিরপত্তাহীনতার কিংবা মৃত্যুমুখী ধ্বংসের কারণ না হই। সন্ত্রাসী পথ পরিহার করে বরং কল্যাণমুখী রাজনীতির প্রচলন ও অনুশীলন নীতিগতভাবে মেনে নিয়ে নিজের মানবীয় বিশ্বাস ও চেতনার আলোকে উন্নয়নশীল কর্মে নিয়োজিত হই। এই ক্লান্তিলগ্নে আমরা কারো মৃত্যু প্রত্যাশী হলে কে কার লাশ বহন করবো? লাশ বহন করার দায়দায়িত্ব আমাদেরই প্রত্যাশা হলে সমগ্র দেশ নষ্টামির আতঙ্কে নিমজ্জিত হবে আর এই সন্ত্রাসী নষ্ট রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে আমরা আমাদেরই পরবর্তী প্রজন্ম হারাবো।

রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিষ্ঠার কৌশল আর যা হোক সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসীকে প্রশ্রয় দিলে আমরা আমাদেরই বিরুদ্ধে দাঁড়াবো। নষ্ট রাজনৈতিক প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হতে দেখেছি প্রতিটি সরকারের শাসন আমলে যা ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনৈতিক গতিধারায় বিশেষ একটি সংস্থার মাধ্যমে "অস্ত্র-অর্থ" প্রদানের ভিত্তিতে, এটা সত্যিকারার্থে দুঃখজনক ও অপ্রিয় সত্য, "উন্মুক্ত গোপনীয়তা" হয়তো এরই যথার্থ শিরোনাম।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতিতে সম্পৃক্ত থাকা অবস্থায় আর একটি বিষয় বিশেষভবে লক্ষণীয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে, নতুন হল নির্মাণ কিংবা অন্য কোন কন্সট্রাকশন-এর টেন্ডারকে কেন্দ্র করে নানা সময়ে অপ্রীতিকর সন্ত্রাস সংঘটিত হয়েছে যার পশ্চাৎ-এ একটি অপকৌশল বিশেষভাবে দায়ী যা প্রকাশ করা এ মুহূর্তে আবশ্যক বলে মনে করছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নকল্পে যে সকল টেন্ডার আহবান করা হয় তাতে ৫% অতিরিক্ত খরচ সমন্বিত করে সেই অর্থ সন্ত্রাসীদের মধ্যে বিতরণের একটা অলিখিত নিয়ম প্রত্যক্ষ করি। এই অলিখিত নিয়ম এরশাদ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত কিন্তু এটা বর্তমানেও বর্তমান। সন্ত্রাসীদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা করার নজীর সত্যিকারার্থে সন্ত্রাস সৃষ্টির ও সন্ত্রাসী প্রক্রিয়ায় জড়িয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধকারী শর্তেরই নামান্তর।

পরবর্তী কিস্তি ২৬ এপ্রিল

সৈয়দ কামরুল আহ্সান : প্রাক্তন ভিপি ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদ, একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত।